এনফোর্সমেন্ট বুলেটিন

(জুন ২০২৫)

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

এনফোর্সমেন্ট বুলেটিন

নির্দেশনায়

ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি
মহাপরিচালক

তত্ত্বাবধানে

ড. মুঃ সোহরাব আলী
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সম্পাদনায়

সৈয়দ ফরহাদ হোসেন
পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)

সহযোগিতায়

মো: আ: সালাম সরকার
উপপরিচালক

সৈয়দ আহম্মদ কবীর
উপপরিচালক

ইয়াসমিন আক্তার
সহকারী পরিচালক

মো: রেজুওয়ান ইসলাম
সহকারী পরিচালক

প্রকাশকাল

জুলাই ২০২৫

প্রকাশক

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ভবন
ই/১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-২২২২১৮৫০০, ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd, ফেসবুক: facebook.com/doebd

পরিচালক
মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং
পরিবেশ অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ সুরক্ষা তথা পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূষণ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) ও এর অধীনে জারিকৃত বিভিন্ন বিধিমালাসমূহসহ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭; বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০; ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯) সহ অন্যান্য আইনের আলোকে দেশব্যাপী এনফোর্সমেন্ট অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে।

বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় জুন/২০২৫ মাসেও পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক মাসিক বুলেটিন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জুন/২০২৫ মাসে অবৈধ পলিথিন, ইটভাটা, নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশে ২০৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মোট ৪৭৩টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ২৫,১২,৪০০/- (পচিঁশ লক্ষ বারো হাজার চারশত) টাকা জরিমানা ধার্যসহ আদায় করা হয়েছে এবং আনুমানিক ২৮৫০৪ কেজি পলিথিন ও ৩৪৯ টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়েছে। দেশব্যাপী পরিচালিত মোবাইল কোর্টের এ সকল তথ্যাদি অত্র বুলেটিনে সংকলন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় নিয়মিত পরিবেশ দূষণ বিরোধী কার্যক্রম সাম্প্রতিককালে অনেক বেগবান করা হয়েছে এবং এ সকল কার্যক্রম বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে যা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। এছাড়াও পরিবেশ দূষণকারী মোট ১০৯টি হাসপাতাল-ক্লিনিক, ইটভাটা, শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রদান করে শুনানির মাধ্যমে মোট ২,৪২,৫৯,৯৮৬/- (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ উণষাট হাজার নয়শত ছিয়াশি) টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে এবং ১২ টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ সুরক্ষার মহতী উদ্যোগের অংশ হিসাবে দেশব্যাপী পরিবেশ দূষণ বিরোধী অভিযান পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সার্বিকভাবে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসকগণকে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইসাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং কর্তৃক পরিবেশ দূষণ বিরোধী অভিযানের মাসিক বুলেটিন প্রকাশে সহযোগিতার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সৈয়দ ফরহাদ হোসেন

সূচিপত্র

১	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৭ ধারার আওতায় জুন ২০২৫ মাসে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম।	৩
২	মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক জুন ২০২৫ মাসে মনিটরিং কার্যক্রম।	৪
৩	জুন ২০২৫ মাসের সমগ্র বাংলাদেশে পরিচালিত পরিবেশ দূষণ বিরোধী মোবাইল কোর্ট অভিযানসমূহ।	৫-১৩
৪	জুন ২০২৫ মাসে সমগ্র বাংলাদেশে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত/প্রচারিত পরিবেশ দূষণ বিরোধী মোবাইল কোর্ট অভিযানসমূহ।	১৪-১৬

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ৭ ধারার আওতায় জুন/২০২৫ মাসে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

চিত্র: এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানি গ্রহণ

ছবি: এনফোর্সমেন্ট শাখায় শুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি

জুন ২০২৫ মাসে ইটভাটা, শিল্প কারখানা, পাহাড় কর্তন, জাহাজ ভাঙ্গা, পুকুর ভরাট, হাসপাতাল ইত্যাদির বিরুদ্ধে পরিবেশ দূষণ বিরোধী কার্যক্রমে মোট ১০৯ (একশত নয়) টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ২,৪২,৫৯,৯৮৬/- (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ উণষাট হাজার নয়শত ছিয়াশি) টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ১,৩৩,৫৮,৫৫৩/- (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশত তেপ্পান্ন) টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৭ (১) ধারা অনুযায়ী প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ: মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতি সাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমান নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরুপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১৯ (২) ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা অর্পণ: মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক জুন/২০২৫ মাসে মনিটরিং কার্যক্রম

চিত্র: জুন/২০২৫ মাসে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প কারখানায় পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ঙ, ১৫(১) ধারা অনুযায়ী জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড আরোপযোগ্য।

১ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার মায়ের দোয়া ওয়াশিং কে পুনঃতদন্ত, ইউরেকা ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টরকে ২৫ হাজার টাকা, ল্যাব সায়েন্স ডায়াগনস্টিক ৩০ হাজার টাকা, সিলিকন রিয়েল এস্টেট (প্রা:) লি: কে ৭৫ লক্ষ টাকা, মুন্সীগঞ্জ জেলার সিকো টেক্স ডাইং এন্ড প্রিন্টিং লি: কে ২৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, সরকার শিপ বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপকে ১ লক্ষ টাকা, সিরাজদিখান জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ৪০ হাজার টাকা, পটুয়াখালী জেলার দশমিনা ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার কে ২০ হাজার টাকা, গাইবান্ধা জেলার সি এফ এইচ হেলথকেয়ার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫(সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করার দায়ে ঠাকুরগাঁও জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় সমগ্র দেশে মোট ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৩টি মামলার মাধ্যমে মোট ১৫ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। এছাড়াও উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে কয়েকটি সুপারশপসহ বিভিন্ন দোকান মালিক ও সাধারণ জনগণকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার বিষয়ে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১টি অভিযান পরিচালনা করে মোট ১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মোট ৩টি মামলার মাধ্যমে ৫ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায়সহ ০৬টি হর্ণ জব্দ করা হয়। ঢাকা মহানগর টিমসহ শ্যামপুর কদমতলী ট্রাক স্ট্যান্ড সংলগ্ন হাট, আমুলিয়া আলীগড় মডেল কলেজের উত্তর পাশে হাট, গাবতলি গরুর হাট ও বসিলা গরুর হাট, উত্তরা দিয়াবাড়ি হাট, কমলাপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন হাট এলাকায় ৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। শ্যামপুর কদমতলী ট্রাক স্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে এ বছর গরুর হাট বসবে না বলে এলাকাবাসী জানান। উক্ত অভিযানগুলো পরিচালনাকালে হাট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ব্যাপারীগণ উপস্থিত ছিলেন । এ সময় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় সতর্ক থাকতে বলা হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় সচেতনতার জন্য মাইকিং করতে বলা হয়। এছাড়াও প্রতিটি হাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন ২০/৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত আছেন বলে জানা যায়। কোরবানি পশুর সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১. হাটে ইজারাদারদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদের বর্জ্য ডাম্পিং স্থান নির্ধারণ করতে বলা হয়।

২. ডাম্পিং স্থান থেকে বর্জ্য সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জড়িত ইজারাদার, স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় সিটি করপোরেশনের উপস্থিত প্রতিনিধির সাথে বর্জ্য সরিয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩. পশু বর্জ্য জমে কোনভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা যাতে সে বিষয়ে সবাইকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়।

২ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে গাজীপুর নিউ ডেনিম প্রসেসিং লি: কে ৫ লাখ ১ হাজার ১ শত ২০ টাকা, মেডিপ্যাথ হসপিটাল এন্ড ডায়াগনস্টেক সে. কে পুনঃতদন্ত, হাউ আর ইউ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি লি কে ২ লাখ ১১ হাজার ২ শত টাকা, তাকওয়া ফেব্রিকস লি: এন্ড লান্তাবুব এপারেলস্ লি: সতর্ক করা, নরসিংদী জেলার আমানত শাহ উইভিং প্রসেসিং লি: কে ৮১ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা, ঢাকা জেলার রাশ অটো মোবাইল সার্ভিসিং ওয়ার্কশপ কে ৩০ হাজার, দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ ডায়াবেটিক এন্ড ফুট কেয়ার সেন্টার কে ২৫ হাজার টাকা, ডা: ডিসি রায় ডায়াবেটিস সেন্টার কে ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। ঢাকা মহানগর টিমসহ শাহজাহানপুর, খিলগাঁও রেলগেট সংলগ্ন হাট, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সংলগ্ন হাট, গাবতলি গরুর হাট, দনিয়া কলেজের পূর্বপাশে ও ছনটেক মহিলা মাদ্রাসা সংলগ্ন হাট এলাকায় ৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানগুলো পরিচালনাকালে হাট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ব্যাপারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অভিযানগুলো পরিচালনাকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি হাটে বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জমা করা হচ্ছে এবং রাতে সিটি কর্পোরেশনের টিম তা সংগ্রহ করে ডাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে। পশু বর্জ্য যাতে চারপাশে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়। এছাড়াও কোরবানির পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিতরণকৃত লিফলেটে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ হাটে স্থাপিত মাইকে প্রচার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কালোধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরের বাংলা কলেজ, টেকনিক্যাল এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৮টি মামলার মাধ্যমে ১৮ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৭ টি হর্ণ জব্দ করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মোট ৩টি মামলার মাধ্যমে ২ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায়সহ ৭টি হর্ণ জব্দ করা হয়।

অদ্য ০৩ জুন ২০২৫ তারিখে ঢাকা মহানগর টিমসহ শাহজাহানপুর, খিলগাঁও রেলগেট সংলগ্ন হাট, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সংলগ্ন হাট, গাবতলি গরুর হাট, দনিয়া কলেজের পূর্বপাশে ও ছনটেক মহিলা মাদ্রাসা সংলগ্ন হাট এলাকায় ৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানগুলো পরিচালনাকালে হাট পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ব্যাপারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অভিযানগুলো পরিচালনাকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি হাটে বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জমা করা হচ্ছে এবং রাতে সিটি কর্পোরেশনের টিম তা সংগ্রহ করে ডাম্পিং-এর ব্যবস্থা করে। পশু বর্জ্য যাতে চারপাশে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য বলা হয়। প্রতিটি হাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন

বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ এর বিধি ১১, ১৭ অনুযায়ী অবকাঠামোগত নির্মাণসামগ্রীতে বায়ু দূষণের অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

৮০/১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত আছেন বলে জানা যায়। এছাড়াও কোরবানির পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিতরণকৃত লিফলেটে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ হাটে স্থাপিত মাইকে প্রচার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করার দায়ে ঢাকা মহানগরে হাতিরপুল কাঁচা বাজার এলাকা এবং বাগেরহাট, মাগুরা, শেরপুর জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় সমগ্র দেশে মোট ৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান

পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে মোট ১৮ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৫৬৮৬ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়াও উক্ত অভিযানগুলোর মাধ্যমে কয়েকটি সুপারশপসহ বিভিন্ন দোকান মালিক ও সাধারণ জনগণকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার বিষয়ে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়। কালোধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরের টেকনিক্যাল এলাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলার মাধ্যেমে ১২ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী নারায়নগঞ্জ, শেরপুর ও পঞ্চগড় জেলায় ৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে মোট ৯টি মামলার মাধ্যমে হাজার ৪ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায়সহ ১৬ টি হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ অনুসারে নিমার্ণ সামগ্রী দ্বারা বায়ু দূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, পরীবাগ এলাকায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫টি মামলার মাধ্যেমে ৭২ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলা মাধ্যমে ১টি ইটভাটার চিমনী ও কাঁচা ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ঙ) ধারা লংঘন করার করার দায়ে টাঙ্গাইল জেলায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১টি মামলার মাধ্যেমে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় ।

শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬-এর বিধি ৮(১), ১৮(২) অনুযায়ী মানমাত্রা অতিক্রম করে হর্ণ বাজানো অপরাধে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

৪ জুন ২০২৫ তারিখে ঢাকা মহানগরের মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলানগর এলাকায় কালোধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০টি মামলার মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৪ টি গাড়ি চালককে সর্তক করা হয়। শব্দদূষণ করার দায়ে মিরপুর-২, কেরানীগঞ্জ ও ভোলা জেলার বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০টি মামলার মাধ্যমে ২৩ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৪টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়।

১৬ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার মেসার্স হোটেল ইসলাম (আবাসিক) কে ৩০ হাজার টাকা; মুন্সীগঞ্জ জেলার মেসার্স আর আর টিম্বার এন্ড স'মিল কে ২৫ হাজার টাকা; সিয়াম ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল সেন্টারকে ২০ হাজার টাকা; মেসার্স নেছারিয়া টিম্বার এন্ড স'মিল কে ২৫ হাজার টাকা; মেসার্স এফ টিম্বার এন্ড স'মিল কে ২৫ হাজার টাকা; মেসার্স দুই ভাই টিম্বার এন্ড স'মিল কে ২৫ হাজার টাকা; মেসার্স সামসুল আলম টিম্বার এন্ড স'মিল কে ২৫ হাজার টাকা; মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল (প্রাঃ) কে ৩০ হাজার টাকা; রাজবাড়ী জেলার জলিল মিয়া জুটস মিলস লিঃ কে ৫০ হাজার টাকা; নীলফামারী জেলার রানা ফার্নিচার মার্টকে ২৫ হাজার টাকা ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার থ্রি স্টার ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দ দূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পঞ্চগড়, ঢাকা জেলার আমিন বাজার ও ঢাকা মহানগরের শেরেবাংলানগর এলাকায় ০৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৭ টি মামলার মাধ্যমে ২৮ হাজার ০৫ শত টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৬ টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। কঠিন বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পিরোজপুর জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৩টি মামলার মাধ্যমে ২৯ হাজার ০৫ শত টাকা মাত্র জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের শেরেবাংলানগর এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৪টি মামলার মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা মাত্র জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের শাহবাগ এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে সতর্ক করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করার বরগুনা জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১টি মামলার মাধ্যমে ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০৩ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয় ও একটি পলিথিন কারখানা সিলগালা করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক, ১৫(১) ধারা অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত ব্যাটারী ভাঙ্গা বা আগুনে গলানো অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড আরোপযোগ্য।

অদ্য **১৭ জুন ২০২৫** তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে গাজীপুর জেলার জিন্স কালেকশনকে ২৯৫০০০ টাকা, এডমিরাল ডেনিম ওয়াশিং লিমিটেডকে ১৫২৫৯২০ টাকা, মাছিহাতা সুয়েটার লি. কে ২২৯৩২০ টাকা, মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর মর্ডাণ ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেন্ট সেন্টারকে ৩০০০০ টাকা, মুস্তফাপুর চক্ষু হাসপাতালকে ৪০০০০ টাকা, রংপুর জেলার নামীরা হাসপাতালকে ৪০০০০ টাকা, একতা ব্রিকসকে ২৫০০০০ টাকা, শরীয়তপুর জেলার মা-বাবার দোয়া স'মিল কে ৩০০০০ টাকা, পালং মেডিকেল সেন্টারকে ৩০০০০ টাকা, টাঙ্গাইল জেলার হাইড ফিড বাংলাদেশ লি. কে ২০০০০০ টাকা, জামালপুর জেলার মেসার্স বি আর বি ব্রিকসকে ২৫০০০০ টাকা, বগুড়া জেলার নিউ আলম হাসান কন্সট্রাকশনকে ৫০০০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দ দূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের খিলক্ষেত এলাকা এবং জয়পুরহাট ও ফরিদপুর জেলায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১২টি মামলার মাধ্যমে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১০টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের খিলক্ষেত এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১টি মামলার মাধ্যমে ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করার নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৮টি মামলার মাধ্যমে ১৭,০০০/- (সতের হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৪৩৭ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয় ও একটি পলিথিন কারখানা সিলগালা করে দেওয়া হয় এছাড়াও উক্ত অভিযানের মাধ্যমে কয়েকটি সুপারশপসহ বিভিন্ন দোকান মালিক ও সাধারণ জনগণকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার বিষয়ে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের মোহাম্মদপুর, বসিলা ও শাহবাগ এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০২টি মামলার মাধ্যমে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০৫ টি প্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে সতর্ক করা হয়।

১৮ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার এ্যাপোলো স্টিকার্স কে ৫০ হাজার টাকা; এ্যাপোলো প্রিন্টার্স কে ৫০ হাজার টাকা; ফরিদপুর জেলার সাউদান জেনারেল হাসপাতাল কে ১ লক্ষ টাকা; এবং চান্দনা চারকোল কে ৩০ হাজার টাকা; ময়মনসিংহ জেলার সততা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ৪০ হাজার টাকা;

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬খ, ১৫(১) ধারা অনুযায়ী পলিথিন বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

সুলতাজিম টেক্সটাটাইল মিলস লিঃ কে সতর্ক কর হয়; প্যারাগন এগ্রো কে ৩ লক্ষ টাকা; খুলনা জেলার আরমান বেকারী কে ২৫ হাজার টাকা; খুলনা শিশু হাসপাতালকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের নির্দেশ প্রদান; নারায়ণগঞ্জ জেলার এক্সন কেমিক্যাল (বিডি) লিঃ কে ৩ লক্ষ টাকা; টাংগাইল জেলার আল মদিনা এগ্রো ফুডস কে ৮ লক্ষ ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দ দূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বগুড়া, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ জেলায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১১ টি মামলার মাধ্যমে ৯,৫০০/-(নয় হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৩টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী এবং ঢাকা মহানগরের গ্রীন রোড, ধানমন্ডি এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৩টি মামলার মাধ্যমে ১২,০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৩ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়াও ঢাকা মহানগরে অভিযান পরিচালনাকালে সাধারণ জনগণের মাঝে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগ ও কাগজের ঠোঙ্গা বিতরণ করা হয় এবং উক্ত অভিযানের মাধ্যমে কয়েকটি সুপারশপসহ বিভিন্ন দোকান মালিক ও সাধারণ জনগনকে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার বিষয়ে সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়।

১৯ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার আশরাফ আলেয়া হাসপাতালকে কে ৪৫ হাজার টাকা; সাহারা মর্ডাণ হাসপাতাল কে ৪৫ হাজার টাকা; কেবিসি এগ্রো কে ৩ লক্ষ টাকা; জয়পুরহাট জেলার মেসার্স এ বি এস ব্রিকস কে ৫ লক্ষ টাকা; গোপালগঞ্জ জেলার এম এস মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ কে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের নির্দেশ; শেরপুর জেলার জিনোম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার নিমতলী ফিলিং স্টেশন কে ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। অদ্য ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের শ্যামলী এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৮টি মামলার মাধ্যমে ৩৬,০০০/- (ছত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দ দূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুড়িগ্রাম ও রাজবাড়ী জেলায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৯টি মামলার মাধ্যমে ৭,০০০/-(সাত হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৫টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় নীলফামারী, জামালপুর এবং নারায়ণগঞ্জ জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৯টি মামলার মাধ্যমে ২৪,১০০/- (চব্বিশ হাজার একশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৭৯ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। বায়ু দূষণকারী অবৈধভাবে পরিচালিত পুরাতন ব্যাটারি থেকে সীসা তৈরি কারখানার বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জ জেলায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে কারখানাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয় । বায়ু দূষণকারী অবৈধভাবে পরিচালিত স্টোন ক্রাশার কারখানার বিরুদ্ধে সিলেট জেলায় ০১ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৬৭ স্টোন ক্রাশার কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪, ১৪ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের নিকট হতে লাইসেন্স ব্যতীত ইট প্রস্তুত বা ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালুর জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

অদ্য **২২ জুন ২০২৫** তারিখে যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের টিকাটুলি এলাকায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলার মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং কয়েকটি পরিবহনের চালককে সতর্ক করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গাজীপুর জেলায় ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৮টি মামলার মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১২টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় বরগুনা ও গাজীপুর জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৮টি মামলার মাধ্যমে ৬ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৪৪৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। এছাড়াও উক্ত অভিযানের মাধ্যমে ১ জনকে ৩ (তিন) মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয় এবং ৩ টি প্রতিষ্ঠানের নামে থানায় মামলা করার সুপারিশ করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের মোহাম্মদপুর, বসিলা ও হাজারীবাগ এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৩টি মামলার মাধ্যমে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০১টি প্রতিষ্ঠানের মালিককে সতর্ক করা হয়।

অদ্য ২৩ জুন ২০২৫ তারিখে তারিখে যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের টেকনিক্যাল এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৫টি মামলার মাধ্যমে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। তারিখে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, নওগাঁ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ০৬টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৮টি মামলার মাধ্যমে ১৬,৭০০/-(ষোল হাজার সাতশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২০টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় ফরিদপুর, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৭টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১২টি মামলার মাধ্যমে ৮৯,৮০০/- (উননব্বই হাজার আটশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৬৭৬ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। বায়ু দূষণকারী সীসা গলানো প্রতিষ্ঠান ও টায়ার পাইরোলাইসিস কারখানা দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা জেলার আশুলিয়া এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১টি সীসা গলানো কারখানার মালামাল জব্দ করে কারখানা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পাইরোলাইসিস কারখানাটিকে ০১ মামলার মাধ্যমে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় ও পাইরোলাইসিস কারখানাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কারখানা সিলগালা করে কারখানার কার্যক্রম সম্পূর্ণররূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এরধারা ৫, ১৫ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করলে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড আরোপযোগ্য।

অদ্য ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে তারিখে যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের শ্যামলী এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৪টি মামলার মাধ্যমে ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ফরিদপুর জেলায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৩ টি মামলার মাধ্যমে ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০৬টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০২টি মামলার মাধ্যমে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১৮০ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

অদ্য ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের শেরেবাংলানগর আগারগাঁও এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৫ টি মামলার মাধ্যমে ১৫,৩০০/- (পনের হাজার তিনশত টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় । শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঝিনাইদহ, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও নরসিংদী জেলায় ০৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২২ টি মামলার মাধ্যমে ২৮,৫০০/-(আটাশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৩টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ু দূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ জেলায় ০১ টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১ টি মামলা মাধ্যমে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ০১টি ইটভাটার চিমনী ও কাচাঁ ইট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ইটভাটার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা মহানগরের গ্রীন রোড হতে ফার্মগেট মোড় পর্যন্ত এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১টি মামলার

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ (১), ১৫(১) ধারা অনুযায়ী স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মান মাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালুর অপরাধে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য।

মাধ্যেমে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিকগণকে সতর্ক করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় পঞ্চগড়, সুনামগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, চাঁদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৪টি মামলার মাধ্যমে ২৮,০০০/- (আটাশ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ১২৩০ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। পরিবেশগত ছাড়পত্র বিহীন অবৈধভাবে পরিচালিত এবং পরিবেশ দূষণ করার দায়ে উত্তরার ৩ নং সেক্টরে অবস্থিত উত্তরা টায়ার বাজার এবং আল মদিনা অটো মোবাইলস নামক প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠান দুটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২৯ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার ঢাকা জেনারেল এন্ড অর্থোপেডিক হাসপাতালকে কে ৫০ হাজার টাকা; মাদারীপুর জেলার ডক্টরস হাসপাতাল এন্ড ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৪৫ হাজার টাকা; জয়পুরহাট জেলার মেসার্স কে এম ব্রিকসকে ৫ লক্ষ টাকা; রংপুর জেলার এলিট হাসপাতালকে ৪৫ হাজার টাকা; এলিট ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৩৫ হাজার টাকা; নিউক্লিয়াস ডায়াগনস্টিক এন্ড ইমেজিং সেন্টারকে ৩৫ হাজার টাকা; খুলনা জেলার রাইয়ান ডেন্টাল কেয়ারকে ৩০ হাজার টাকা; ভোলা জেলার মেসার্স নিউ মিয়াজী মেডিকেল সেন্টারকে ৩০ হাজার টাকা; ফাস্ট কেয়ার মেডিকেল সার্ভিসেসকে ৪০ হাজার টাকা; সাতক্ষীরা জেলার জয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৩০ হাজার টাকা; বাগেরহাট জেলার মেসার্স দ্বীপ ব্রিকস কে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা; গাজীপুর জেলার নর্দাণ কর্পোরেশনকে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা; পাবনা জেলার হাবিব পোল্ট্রি ফার্মকে সতর্ক করা হয়; টাংগাইল জেলার মেসার্স এম এস টি ব্রিকসকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; নারায়ণগঞ্জ জেলার অনন্ত হুয়াসিয়াং লঃ কে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়।অদ্য ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক খুলনা জেলায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০১ টি মামলার মাধ্যমে ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক লালমনিরহাট, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা ও নাটোর জেলায় ০৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৭ টি মামলার মাধ্যমে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২৭টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ অনুসারে নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ করার দায়ে ঢাকা লালমাটিয়া ও খিলগাঁও এলাকায় ০২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৩টি মামলার মাধ্যেমে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় খুলনা ও রাজবাড়ী জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৬টি মামলার মাধ্যমে ১৫,৫০০/- (পনের হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৫৪৯ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। পরিবেশগত ছাড়পত্র বিহীন অবৈধভাবে পরিচালিত এবং পরিবেশ দূষণ করার দায়ে গোপালগঞ্জ জেলায় কাঠ পুড়িয়ে কয়লা উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ণার ভেঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের সাহায্য্য আগুন নিভিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অযথা হর্ন আমাদের সন্তানদেরও বধির করছে

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক শুনানী গ্রহণক্রমে ঢাকা জেলার সামুরাই টেকনোলজিকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; কাজী আবেদীন ওয়াশিংকে ১২ হাজার টাকা; পপুলার ডিজিটাল হাসপাতাল কে ৫০ হাজার টাকা; কসমিক ফার্মা লিঃ কে ৬২ হাজার ১০০ টাকা; এস পি হাসপাতাল কে ৫০ হাজার টাকা; বিসমিল্লাহ টেপলম (মর্ডাণ জিপার) কে সতর্ক করা হয়; গাজীপুর জেলার নীট হরাইজন লিঃ কে ১৯ হাজার ৬৫৬ টাকা; ট্রিট পয়েন্ট লিঃ কে ৮ লক্ষ টাকা; ইকো নীটস লিমিটেড কে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২৪০ টাকা; টাংগাইল জেলার রাজধানী এগ্রো ফুডস কে ৫০ হাজার টাকা; কিশোরগঞ্জ জেলার আশা পাকুন্দিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র কে ১৫ হাজার টাকা; কনফিডেন্স ক্রিয়েটর কে সতর্ক করা হয়; ময়মনসিংহ জেলার মেসার্স যমুনা ব্রিকস কে ৫ লক্ষ টাকা;

রাজধানী হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার কে ৫০ হাজার টাকা; ঝিনাইদহ জেলার প্রাইম ডায়াগনস্টিক কমপেন্ড কে ১৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। যানবাহন কর্তৃক মানমাত্রাতিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমনের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরের রামপুরা এলাকায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০৬ টি মামলার মাধ্যমে ২৭,৬০০/- (সাতাশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে শব্দদূষণ বিরোধী অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক লালমনিরহাট, মেহেরপুর, যশোর, নীলফামারী ও ঢাকা মহানগরের রামপুরা এলাকায় ০৫টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৬ টি মামলার মাধ্যমে ১২,০০০/-(বার হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ২১টি হাইড্রোলিক হর্ণ জব্দ করা হয়। চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিহীন অবৈধভাবে পরিচালিত হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যশোর জেলায় ০১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ০২ টি মামলার মাধ্যমে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ৬(ক) ধারা লংঘন করায় শরিয়তপুর, যশোর, পিরোজপুর, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা জেলার সাভার এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করায় ০৭টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১২টি মামলার মাধ্যমে ৯৬,০০০/- (ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয় এবং ৩৪০৯ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

অযথা হর্ন আমাদের সন্তানদেরও বধির করছে

অযথা হর্ন আমাদের সন্তানদেরও বধির করছে

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ মোতাবেক "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে"

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়